মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৪

বিরঞ্জন রায়

দ্বিতীয় অংশ: বিস্তারিতভাবে দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় পদার্থবিদ্যার পার্থক্য

প্রথম অধ্যায়: সরল রেখা থেকে পরমাণুর বিচ্যুতি

এপিকুরসের মতে শূন্যতায় পরমাণুর গতি তিন রকমের। প্রথম গতি পরমাণুর সরল রেখায় পতন, দ্বিতীয় গতিটির উদ্ভব হয় পরমাণুর সরলরেখা থেকে আকস্মিক বাঁক নেয়ায়, আর তৃতীয় গতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পরমাণুর উপর অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলিত বিকর্ষণে। দেমক্রিতস-এর মতে পরমাণু সরলরেখায় গতিশীল থাকে এবং অন্য পরমাণুদের বিকর্ষণে গতিপথ পরিবর্তন করে। (আমরা পরবর্তী আলোচনায় decline অর্থে বিচ্যুতি এবং swerve অর্থে আকস্মিক বাঁক নেওয়া ব্যবহার করব। আকস্মিক বাঁক নেওয়ার জন্যই পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটে।)

প্রাচীনদের মধ্যে একমাত্র লুক্রেৎসিউস-ই এপিকুরস উদ্ভাবিত পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ধারণাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অন্যদের কাছে তা ছিল বিদ্রূপের বিষয়। যেমন কিকেরো বলেছেন, এপিকুরসের মনে হল, পরমাণু যদি ওজনের জন্য সরলরেখায় পতনশীল হয়, তবে তারা মিলিত হয়ে বস্তু গঠন করবে কিভাবে? তাই তিনি একটি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, পরমাণু সরলরেখায় পতনের সময় হঠাৎ একটু বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়াটাই বিকর্ষণের কারণ। আর এতেই তাদের মিলন সম্ভব হয়। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হয় না। কারণ, সব পরমাণু যদি এমনই বেঁকে যায়, তাতেও তো তারা মিলিত হতে পারবে না। তাহলে বলতে হবে, কিছু পরমাণু বেঁকে যাবে, কিছু পরমাণু সরলরেখায় পতিত হবে। (অর্থাৎ আকস্মিক বাঁক নেওয়াকে সব পরমাণুর বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না।) কিকেরো অন্যত্র বলেন, এপিকুরস দেখলেন, দেমক্রিতস এটি খেয়াল করেন নি যে, তার বর্ণিত গতিসমূহ (পতন ও বিকর্ষণ জনিত গতি) কার্যকারণের নিয়মের আবশ্যিকতায় বাঁধা। এতে স্বাধীন ইচ্ছার কোনো ঠাঁই নেই। তাই এপিকুরস স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তি হিসাবেই পরমাণুর কোনো কারণ ছাড়াই আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ধারণাটি উদ্ভাবন করেন।

আমরা দেখলাম, এপিকুরস কেন পরমাণুর বিচ্যুতি ধারণাটি উদ্ভাবন করতে গেলেন, এ নিয়ে প্রাচীনেরা দুটি বিষয় কল্পনা করেছেন। মার্ক্স দেখান, যেহেতু প্রাচীনেরা নির্ধারণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করছেন, তাই প্রাচীনদের দুটি অনুমান পরস্পরকে খন্ডন করে। যদি বিচ্যুতি ছাড়া পরমাণুরা মিলিত হতে না পারে, তাহলে বিচ্যুতিকে স্বাধীনতার কারণ বলা যাবে না। কারণ, প্রাচীনদের মতে সবকিছুই ঘটে আবশ্যিকতার নিয়মে, পরমাণু-সংযোগে স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। বিপরীতে যদি যদি তারা বলেন, বিচ্যুতি ছাড়াই (শুধুমাত্র বিকর্ষণের জন্যই) পরমাণুরা মিলিত হতে পারে, তাহলে বিচ্যুতির জন্য পরমাণুরা বিকর্ষিত হয় বলা বাহুল্য মাত্র।

মার্ক্সের মতে, পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়াকে ভাসা ভাসা ও বিচ্ছিন্নভাবে বোঝার জন্যই এসব বিপত্তি দেখা দিয়েছে। কাজেই পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ব্যাপারটিকে অন্য বিষয়াবলীর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে বিচ্যুতির বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। সরলরেখায় পড়ন্ত কোনো বস্তু, তা একটি আপেল হোক বা এক টুকরো লোহাই হোক, একটি পড়ন্ত বিন্দু মাত্র। এটি পতনের আবশ্যিকতার অধীন। এর অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। একটি পরমাণুর বেলাতেও একথা সত্যি। আরিস্ততেলেস পুথাগরীয়দের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন, 'তোমাদের মতে একটি গতিশীল রেখা একটি তল এবং একটি গতিশীল বিন্দু একটি রেখা গঠন করে। তাহলে তোমাদের গতিশীল 'মোনাড'-গুলিও (বিশ্ব গঠনকারী একক) রেখা মাত্র।' পরমাণু প্রসঙ্গেও আরিস্ততেলেসের এ যুক্তি বৈধ।

যদি শূন্যতাকে স্থানিক শূন্যতা হিসাবে কল্পনা করা হয়, তাহলে পরমাণু বিমূর্ত স্থানের সাক্ষাৎ নেতি, অর্থাৎ পরমাণু স্থানিক বিন্দু মাত্র। তাহলে কিভাবে পরমাণুতে কাঠিন্য ও প্রগাঢ়ত্ব যা (স্থানের অ-সংসক্তির বিপরীতে) নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখে, তা যুক্ত করা সম্ভব? তা কেবল এমন একটি নীতি আরোপ করেই যুক্ত করা সম্ভব, যা স্থানের সম্পূর্ণ গন্ডিকে নেতিকৃত করতে পারে। এ-নীতি বাস্তব প্রকৃতিতে 'সময়' যেমন একটি নীতি, তেমনি একটি নীতি। (আমরা দেখব, এ-নীতিটি পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ধারণা।) শুধু তাই নয়, যদি এ-নীতিটিকে স্বীকার করা না হয়, তখন পরমাণু যতক্ষণ সরলরেখায় গতিশীল থাকে, ততক্ষণ শুধুমাত্র স্থান দ্বারা নির্ধারিত, আপেক্ষিক সত্তা হিসাবেই সীমাবদ্ধ এক বিশুদ্ধ বস্তুগত অস্তিত্ব। কিন্তু আমরা দেখেছি পরমাণু-ধারণায় একটি মুহূর্ত 'সত্তার বিশুদ্ধ আঙ্গিক'। অর্থাৎ সবধরনের আপেক্ষিকতার নেতিকরণ, অন্যরকম অস্তিত্বের ধরনের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্কের নেতিকরণ। আর অন্য মুহূর্তটি হ'ল পরমাণুর আপেক্ষিক অস্তিত্বের মুহূর্ত। অর্থাৎ যখন কোনো পরমাণু অন্যান্য পরমাণুর নিয়ন্ত্রণের অধীন। আমরা একই সঙ্গে লক্ষ্য করি, এপিকুরস পরমাণুর উভয় মুহূর্তকেই বাস্তবায়িত করেন। যদিও তারা পরস্পরের বিরোধিতা করে, কিন্তু তারা পরমাণু-ধারণাই অন্তর্গত। তাহলে এপিকুরস কিভাবে পরমাণুর বিশুদ্ধ আঙ্গিককে বাস্তবতা দান করেন? বিশুদ্ধ আঙ্গিকের ধারণাটি হচ্ছে বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যের ধারণা। অর্থাৎ অন্য সত্তা দ্বারা নির্ধারিত কোনো সত্তার অস্তিত্বের ধরনের নেতিকরণ। যেহেতু তিনি তাৎক্ষণিক সত্তার রাজ্যে বিচরণ করছেন, এখানে সব নির্ধারণই তাৎক্ষণিক। বিপরীত নির্ধারণগুলি তাই এখানে তাৎক্ষণিক বাস্তবতা হিসাবে একে অন্যের বিরোধিতা করে। পরমাণু যে আপেক্ষিক অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়, তাকে যে অস্তিত্বকে নেতিকরণ করতে হয়, তা হল সরলরেখা। এ গতির তাৎক্ষণিক নেতিকরণ তাই আরেকটি গতি। বিষয়টি স্থানিকভাবে উপলব্ধি করলে, তা হ'ল সরলরেখা থেকে বিচ্যুতি।

(ব্যাপরটিকে এভাবেও বলা যায়: পরমাণুবাদী তত্ত্বে পরমাণু তো একটি অকারণ, স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যদি চলমান পরমাণু একটি রেখায় পরিণত হয়, তবে এর স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব থাকে কোথায়? যদি আমরা শূন্যতাকে স্থানিক শূন্যতা বলে ধরি, তবে বিন্দুবৎ পরমাণু এর সরাসরি নেতিকরণ। তবে কোন্ বৈশিষ্ট্য এই বিন্দুবৎ পরমাণুতে আকার ও ঘনত্ব যুক্ত করতে পারে ? কোন্ বৈশিষ্ট্য এ-পরমাণুকে স্বাধীন সত্তা দিতে পারে? স্থানিক শূন্যতার বিপরীতে পরমাণুর স্থানিক সত্তা যেমন পতনশীল বিন্দুবৎ পরমাণুতে মূর্ত হয়;

তেমনই এর আঙ্গিক ও স্বাধীনতা নির্ধারিত হয় পতনের সরলরেখা থেকে এর আকস্মিক বাঁক নেওয়ার মাধ্যমে।)

এবার আমরা পরমাণুর বিচ্যুতির সাক্ষাৎ ফলাফল বিবেচনা করব। সত্তার একটি বিশেষ ধরন রূপে পরমাণু যেভাবে অন্য সত্তা দ্বারা নির্ধারিত হয়, বিচ্যুতির মাধ্যমে পরমাণু এমন সব গতি ও সম্পর্ককে নেতিকৃত করে। বিচ্যুতিতে বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে, পরমাণু নিজেকে এর মুখোমুখি অন্য সত্তা থেকে গুটিয়ে নেয়, বিমূর্ত করে নেয়। কিন্তু এ উপস্থাপন যা ধারণ করে, (অর্থাৎ অন্য কিছুর সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্কের নেতিকরণ।) তা নেতিবাচক। এ বিষয়টিকেই ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এটি একমাত্র তখনই করা সম্ভব, যদি পরমাণু অন্য যে সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সেটি 'নিজ' ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যাপারটি তাই। কারণ পরমাণুর সম্পর্কে আসা অন্য সত্তাটিও একটি পরমাণু। আর যেহেতু সম্পর্কটি সরাসরি নির্ধারিত হয়, তাই বাস্তবে, পরমাণুর সম্পর্কে আসা পরমাণু, একটি পরমাণু নয়, অনেকগুলি পরমাণু। (বিচ্যুতিকে এমনভাবে বর্ণনা করা যায় যে, একটি পরমাণু অন্য সব পরমাণু থেকে সরে যাচ্ছে। আবার এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, অন্য পরমাণুরা একটি পরমাণুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।) বিচ্যুতি পরমাণুর একটি নিয়ম। যার আবশ্যিক বাস্তবায়ন হচ্ছে বহু পরমাণুর বিকর্ষণ। (অর্থাৎ পরমাণুটি অন্যসব পরমাণু দ্বারা বিকর্ষিত হচ্ছে।) কিন্তু যেহেতু পরমাণুর জগতে প্রতিটি নির্ধারণই একটি বিশেষ সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিকর্ষণকে একটি তৃতীয় গতি হিসাবে আগের গতিসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এ বিকর্ষণজনিত গতির কারণে কোনো পরমাণু অন্য পরমাণুর সংস্পর্শে আসে এবং অন্য পরমাণুর সঙ্গে মিলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই লুক্রেৎসিউস যখন বলেন, 'যদি পরমাণু বিচ্যুত না হত, তাহলে পরমাণুদের বিকর্ষণ হত না এবং দুনিয়া সৃষ্টি হত না', তখন সত্য কথাই বলেন।

যেহেতু পরমাণুরা নিজেদের একমাত্র বিষয়, তাই তারা শুধু নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বিষয়টি স্থানিক বাগধারায় বললে দাঁড়ায়, তারা মিলিত হতে পারে, এর একমাত্র কারণ তাদের প্রতিটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব যা দ্বারা তারা অন্য সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, নেতিকৃত হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি সেই আপেক্ষিক অস্তিত্বই ছিল আদি গতি, অর্থাৎ সরলরেখায় পতন। তাই তারা সরলরেখা থেকে বিচ্যুতির গুণেই মিলিত হতে পারে।

পরমাণুসমূহ স্বর্গীয় বস্তু বা নভোবস্তুদের মতোই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নভোবস্তুদের গতি সরলরৈখিক নয়, তীর্যক। তাই পরমাণুরও তীর্যক গতি থাকাই তো স্বাভাবিক। পরমাণুর বিচ্যুতি পরমাণুর গতির নিয়তির বাঁধনকে ছিন্ন করে। পরমাণুর এ-স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে যদি চেতনার জগতে প্রয়োগ করি তাহলে দেখব, এটিই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সেই শক্তি, যা প্রতিরোধ করে, নিয়তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

কিকেরো আপত্তি তুলেছেন, সব পরমাণু একই সঙ্গে বিচ্যুত হলে তাদের মিলন ঘটবে না। তাই আগেই নির্ধারণ করা দরকার, কোন পরমাণুগুলি সরলরেখায় পড়বে, আর কোনগুলিই বা বিচ্যুত হবে। কোনো পরমাণু সরলরেখায় পড়ে আর কোনোটি বিচ্যুত হয়, এমন ধারণা অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এপিকুরসের তত্ত্বে বিষয়টি অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ পরমাণুর জগৎ মুহূর্তের জগৎ। (এখানে এক পরমাণু এক মুহূর্তে বিচ্যুত হচ্ছে, অন্য পরমাণু অন্য মুহূর্তে। অর্থাৎ বিচ্যুতি সব পরমাণুরই বৈশিষ্ট্য।) পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়া ঘটে এতো স্বল্প ও অনির্দিষ্ট স্থানে ও কালে যে, তা আমাদের সংবেদনে ধরা দেয় না।

কিকেরো, প্লুতার্ক প্রভৃতি প্রাচীনেরা আপত্তি তুলেছেন, এপিকুরস আকস্মিক বাঁক নেওয়ার কোনো কারণ দর্শান নি। অর্থাৎ তিনি কারণহীন একটি ধারণার আমদানি করেছেন। একজন পদার্থবিদের জন্য এর চেয়ে অবমাননাকর আর কি হতে পারে ? মার্ক্স বলেন, পরমাণুকে পরমাণু হতে হলে এ-কে আবশ্যিকতার গন্ডি থেকে উত্তরিত করা প্রয়োজন। প্রাচীনেরা পরমাণুকে আবার আবশ্যিকতার গন্ডিতে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু পরমাণু যতক্ষণ না নিজেকে 'বিচ্যুতির আবশ্যিকতায়' সমর্পণ করছে (অর্থাৎ আবশ্যিকতার গন্ডিকে অতিক্রম করছে), ততক্ষণ তা পরমাণুই নয়। এই প্রাচীনেরা পরমাণুর নিজস্ব গতিরও কারণ জানতে চাইছেন। অথচ পরমাণুবাদীদের মতে পরমাণুই সবকিছুর কারণ। তাই পরমাণুর নিজের অস্তিত্বের মতোই তার নিজস্ব গতিরও কোনো কারণ থাকতে পারে না।

সেইন্ট অগাস্টিন-এর বরাত দিয়ে বেইল বলেছেন, দেমক্রিতস পরমাণুতে একটি আত্মিক নীতি আরোপ করেছিলেন। (আরিস্ততেলেস সহ অন্য প্রচীনেরা কিন্তু এমন কথা বলেন নি।) কিন্তু এপিকুরস পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়ার কোনো আত্মিক কারণ-ই প্রদর্শন করেন নি। মার্ক্স বলেন, আকস্মিক বাঁক নেওয়াই তো পরমাণুর আত্মা; 'পরমাণুর আত্মা' বলে বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ?

পরমাণুর সরলরেখা থেকে বিচ্যুতির এপিকুরীয় ধারণাটি, এপিকুরীয় পদার্থবিদ্যায় কোনো আপতিক ব্যাপার নয়। বরং তার সমস্ত দর্শনেই তা প্রসারিত। অবশ্য তা প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী রূপ বদলেছে। সত্যি কথা বলতে, কোনো বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্য এর নিজ সম্বন্ধে ধারণা (concept) ও নিজের আঙ্গিক নির্ধারণ (অর্থাৎ 'নিজের জন্যই নিজে' এমন বিশুদ্ধ সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া, নিজের তাৎক্ষণিক মূর্ত সত্তা থেকে মুক্তি এবং সব আপেক্ষিকতার নেতিকরণ।) কার্যকরভাবে করতে পারে, নিজে প্রতিনিয়ত নিজের যে মূর্ত সত্তার মুখোমুখি হচ্ছে, তা থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে। তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করতে হলে, স্বাতন্ত্র্যকে আদর্শায়িত করতে হবে। এটি করা সম্ভব শুধু সাধারণ বিমূর্তভাবে, বিশেষ মূর্তভাবে নয়।

সরলরেখা থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে এবং সরলরেখা থেকে আকস্মিক বাঁক নিয়ে, কোনো পরমাণু যেমন সরলরেখায় পতনশীল তার আপেক্ষিক সত্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে। এ-ভাবে সমগ্র এপিকুরীয় দর্শনও সত্তার সবধরনের নিয়ন্ত্রিত অবস্থা থেকে আকস্মিক বাঁক নেয়। এজন্য বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্য, স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অন্য বিষয়ের প্রতি সব ধরনের সম্পর্কের নেতিকরণ, এ-সবকিছুকেই তার অস্তিত্বে উপস্থাপিত করতে হয়। তাই তার দর্শনে কর্মের উদ্দেশ্য যন্ত্রণা ও বিভ্রান্তি থেকে প্রশান্তিতে সরে যাওয়া। ভালো হলো, মন্দ থেকে বিচ্যুতি। সুখ, যন্ত্রণা থেকে বিচ্যুতি। কাজেই সর্বোচ্চ বিচ্যুত ব্যক্তিরাও সর্বোচ্চ সুখ ও স্বাধীনতা ভোগ করেন, যেমন দেবতারা। তারা পৃথিবীর সবরকম বন্ধনমুক্ত হয়ে এর বাইরে অবস্থান করেন। অন্তরীক্ষে বসবাসরত এপিকুরীয় দেবতাদের নিয়ে প্রাচীনেরা ঠাট্টা করতেন। সে-সব দেবতাদের আপাত রক্ত-মাংসে গড়া তথাকথিত শরীর রয়েছে। তারা নিজেদের নিয়েই সন্তুষ্ট, আমাদের ব্যাপারে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমাদের নান্দী বা নিন্দায় তারা উদাসীন। তারা তাদের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য এবং উচ্চতর অবস্থানের জন্য পূজনীয়। তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু লাভের আশায় তাদেরকে সম্মান জানানো হয় না।

এপিকুরীয় দেবতাদেরকে নিয়ে প্রাচীনেরা যতই ঠাট্টা করুন না কেন, তারা এপিকুরসের কল্পনার সৃষ্টি নন। গ্রীক সভ্যতায় তারা এপিকুরসের

আগেই বর্তমান ছিলেন। তারা গ্রীক শিল্পকলার প্রাণোচ্ছল দেবতা। রোমান কিকেরোর পক্ষে এসব দেবতার মর্ম বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রীক প্লুতার্ক যখন বলেন, 'এসব দেবতা ভীতিজনক বা ক্ষতিকারক নয়, সেটা ভালো কথা। কিন্তু যারা আমাদের মনে কোনো আনন্দ বা প্রীতি জাগায় না, তারা আমাদের কাছে কোনো দূর সমুদ্রের মাছের মতোই, যার প্রতি আমাদের কোনো অনুরাগ বা বিরাগের কারণ নাই।' তখন বোঝা যায়, তিনি গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গিটি ভুলে গেছেন। কারণ, প্রশান্তিই গ্রীক দেবতাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আরিস্ততেলেসই তো বলেছেন, 'যা সর্বোত্তম, তার কোনো কর্মের প্রয়োজন নেই। কারণ, তা নিজেই নিজের লক্ষ্য'।

তাৎক্ষণিক অস্তিত্বশীল স্বাতন্ত্র্যকে কেবলমাত্র ততক্ষণই ধারণাগতভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব, যতক্ষণ তা এমনকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় যা প্রকৃতপক্ষে 'নিজ' (অর্থাৎ নিজের সঙ্গেই নিজে সম্পর্কিত হয়।)। এমনকি যখন অন্য বিষয় তাৎক্ষণিক অস্তিত্ব (অর্থাৎ বিমূর্ত ব্যক্তি) হিসাবে তার মুখোমুখি হয়, তখনও ব্যাপারটি একই দাঁড়ায়। তাই মানুষ তখনই আর প্রকৃতির সন্তান থাকে না, যখন সে অন্য যে অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন অস্তিত্ব নয় বরং একটি 'স্বতন্ত্র মানুষ' (অর্থাৎ বাস্তব মূর্ত মানুষ নয়, ধারণাগত বিমূর্ত মানুষ)। এই ধারণাগত বিমূর্ত মানুষকে 'আত্মা' না বললেও ব্যাপারটি একই থাকে। কিন্তু মানুষকে তার 'নিজের প্রকৃত বস্তু' (own real object) হতে হলে, তাকে অবশ্যই তার ভিতরকার আপেক্ষিক অস্তিত্বকে, আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতাকে এবং শুদ্ধ প্রকৃতিকে বিচূর্ণ করতে হবে। বিকর্ষণই আত্মচেতনার প্রথম রূপ। এটি সেই ধরনের আত্মচেতনা, যা 'সাক্ষাৎ অস্তিত্ব', 'বিমূর্তভাবে ব্যক্তি' হিসাবেই নিজেকে উপলব্ধি করে।

[উপরের অধ্যায়টিতে মার্ক্স 'নিজের প্রকৃত বস্তু' বা 'মানুষের সার' (essence of man) সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার প্রগাঢ় সমালোচনার সূচনা করেন। এটি তীক্ষ্ণতা পায় তার 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহে'। সেখানে তিনি বলেন, 'মানবীয় সারমর্ম এমন একটা বিমূর্তায়ন নয় যা প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নিহিত। বাস্তবে সেটা হ'ল সামাজিক সম্পর্কসমূহের যোগফল।'

মার্ক্সের মতে মানুষ একটি জৈব-সামাজিক সত্তা। মানুষকে বিমূর্ত মানুষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করলে তার জৈব অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তাটিকে অস্বীকার করা হয়। মানুষ সবসময়ই বাস্তব স্থানে ও কালে, বাস্তব সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এক আপেক্ষিক মানুষ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে মানুষের শ্বাশ্বত সার খোঁজা দার্শনিক ভ্রান্তি। এ-ধরনের ভ্রান্তির পিছনে কার্যকর থাকে এক ধরনের পরমাণুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে একজন ব্যক্তিকে একটি পরমাণুর মতো স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়। এবং এসব ব্যক্তি পরমাণুর মতোই অভ্যন্তরীণভাবে সম্পর্কিত নয়, বাহ্যিকভাবে যুক্ত হয় মাত্র।

মানুষের আত্মচেতনার সূচনা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে, অন্য মানুষ থেকে তার বিচ্ছেদ ও বিকর্ষণের আকারে। তাই সেই আত্মচেতনায় ব্যক্তি নিজেকে 'সাক্ষাৎ অস্তিত্ব' হিসাবে উপলব্ধি করে, কিংবা 'বিমূর্ত ব্যক্তি' হিসাবে সূত্রায়িত করে। পুঁজিবাদী সমাজে, যেখানে ব্যক্তিদের সম্পর্ক চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয়, সেখানে আত্মচেতনার উপরে বর্ণিত রূপগুলি প্রধান্যশীল হয়ে উঠে (যেমন অস্তিত্ববাদী দর্শনে)।]

তাই বিকর্ষণেই পরমাণু-ধারণার বাস্তবায়ন ঘটে। এটি যেমন বিশুদ্ধ আঙ্গিকরূপে তেমনি বিশুদ্ধ বস্তুরূপে। কারণ, তখন তা যার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তা পরমাণুসমূহ; কিন্তু অন্য পরমাণুসমূহ। কিন্তু যখন আমি আমার সঙ্গেই সম্পর্কিত হই, যে আমি সরাসরি অন্য, তখন আমার সম্পর্কটি একটি বস্তুগত বিষয়। এটিই বোধগম্যতার সীমায় বহিঃস্থতার সর্বোচ্চ মাত্রা। পরমাণুদের বিকর্ষণে তাই, তাদের বস্তুময়তা অর্থাৎ আপেক্ষিক পরাধীন সত্তা (যা সরলরেখায় পতনে ধরে নেয়া হয়েছে) এবং আঙ্গিক অর্থাৎ অনপেক্ষ স্বাধীন সত্তা (যা বিচ্যুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), সংশ্লেষণমূলকভাবে মিলিত হয়।

[এ-অধ্যায়ে মার্ক্স বিকর্ষণের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছেন। বিকর্ষণ আকর্ষণের মতোই একটি সম্পর্ক। বিকর্ষিত বিষয়সমূহ অবশ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র স্বাধীন নয়। এ-সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে আমারা যত বিমূর্তভাবেই সংজ্ঞায়িত করি না কেন, তাদের সম্পর্কটি একটি বস্তুগত বিষয়। সম্পর্ককে বস্তুগত আখ্যায়িত করে মার্ক্স, বস্তু সম্বন্ধে প্রাচীন বস্তুবাদী ধারণাকে সম্প্রসারিত করেছেন।]

দেমক্রিতসের তত্ত্বে পরমাণুর গতি দুই প্রকার : সরলরেখায় গমন এবং অন্য পরমাণুদের বিকর্ষণের জন্য গতিপথ পরিবর্তন। এ-দু'ধরনের গতিই আরোপিত। দেমক্রিতস এই আরোপিত গতিতেই তার অন্ধ নিয়তিকে কার্যকর করেন। দেমক্রিতস সেজন্য বিকর্ষণে পরিবর্তনের বিষয়গত দিকটিই দেখেন, এর আদর্শগত দিকটি দেখেন না। এপিকুরসের কাছে পরমাণুর গতি তিন ধরণের : ওজনের জন্য সরলরেখায় পতন, সরলরেখা থেকে পরমাণুর আকস্মিক বাঁক নেওয়া এবং অন্য পরমাণুদের বিকর্ষণ জনিত গতি। এপিকুরসের কাছে এসব গতি পরমাণুর উপর আরোপিত অন্ধ নিয়তি নয়। এসব গতি পরমাণু ধারণারই বাস্তবায়ন। এখানে পরমাণুর বিচ্যুতি (যা এপিকুরসের উদ্ভাবন), পরমাণুর আত্ম নির্ধারণের উপায় হিসাবে, অন্যকিছুর সঙ্গে এর সম্পর্কের নেতিকরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরিস্ততেলেস প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'লেউকিপ্পস ও দেমক্রিতস বলেন, প্রাথমিক বস্তুগুলি শূন্যতায় সতত গতিশীল। তাদেরকে বলতে হবে, এসব বস্তুগুলির প্রাকৃতিক গতির ধরনটি কি। তাদের তত্ত্ব মোতাবেক এসব গতি অন্যকিছুর দ্বারা আরোপিত হয়।' (যেমন, ওজনের কারণে তারা সরলরেখায় পতিত হয়, অন্য পরমাণুর বিকর্ষণে তারা সরলরেখা থেকে বিচ্যুত হয়। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কোনো প্রাথমিক গতি নেই।) 'এজন্য আমরা একটি অসীম ধারায় পড়ে যাচ্ছি। যেমন 'ক' 'খ'কে গতিশীল করে, 'গ' 'খ'কে, 'ঘ' 'গ'কে... ইত্যাদি।' (ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষায় এটি 'অনবস্থা দোষ'।) পরমাণুর গতি প্রসঙ্গে দেমক্রিতস-এর তত্ত্বের ত্রুটি প্রদর্শনে আরিস্ততেলেস-এর যুক্তিটি বৈধ।

কিন্তু এপিকুরীয় বিচ্যুতির ধারণা পরমাণু-জগতের অভ্যন্তরীণ চিত্রটি পাল্টে দিয়েছে। এখানে পরমাণুর আঙ্গিক নির্ধারণ হিসাবেই গতিকে বৈধ করা হয়েছে। তাই এখানে গতিগুলি পরমাণুর প্রাকৃতিক গতি, পরমাণুর উপর আরোপিত গতি নয়। এখানে পরমাণু-ধারণার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে (যেমন পরমাণু বিচ্ছিন্ন সয়ংস্পূর্ণ একক, আবার বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমাণুরা মিলিত হয়েই সব কিছু গঠন করে।) বাস্তবায়িত করা হয়েছে। তাই বলা চলে, ইন্দ্রিয়সংবেদ্য পর্যায়ে হলেও, এপিকুরস বিকর্ষণের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করেছিলেন। দেমক্রিতস বিকর্ষণের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন বটে, এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। এজন্য এপিকুরসেই বিকর্ষণের বিভিন্ন মূর্ত রূপের প্রয়োগ দেখি। যেমন, অন্য ব্যক্তিদের বিকর্ষণ কেনো ব্যক্তিকে আত্মসচেতন করে। আত্মসচেতন ব্যক্তিরাই পরস্পর মিলিত হতে পারে। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকর্ষণের ফল 'সামাজিক চুক্তি'

আর সামাজিক ক্ষেত্রে তা 'বন্ধুত্ব'। এই বন্ধুত্বকেই এপিকুরস আখ্যা দিয়েছেন, 'সর্বোচ্চ শুভ'।

[দেমক্রিতস-এর সঙ্গে পার্মেনিদেস-এর মিল লক্ষণীয়। যদিও দেমক্রিতস পার্মেনিদেস-এর যুক্তিধারার বিপরীত যুক্তিধারা প্রয়োগ করেই তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পার্মেনিদেস-এর বিশ্ব এক শূন্যতাহীন অখন্ড সত্তা, যেখানে গতি অসম্ভব। বিপরীতে দেমক্রিতস-এর বিশ্বে এ অখন্ড সত্তাটি যেন টুকরো হয়ে শূন্যতায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ টুকরাগুলি (পরমাণুসমূহ) অখন্ড বটে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ 'এক' হয়ে উঠেনি। পরমাণু তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেয়েছে এপিকুরীয় দর্শনে। সেখানে পরমাণু কোনোকিছুর টুকরো নয়, স্বাধীন স্বকীয়তায় ভাস্বর। পার্মেনিদেস-এর সত্যের পথ ও মতামতের পথ, জ্ঞান-তত্ত্বের এ বিভাগ দেমক্রিতস-এও বর্তমান। দেমক্রিতস-এর মতে পরমাণু ও শূন্যতাই সত্য, প্রতিভাসের জগৎ (সত্য নয়) মানসিক অনুরূপতা মাত্র।]

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরমাণুর গুণসমূহ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

পরমাণুর কোনো গুণ থাকাটা পরমাণু-ধারণার বিরোধী। এপিকুরসই তো বলেছেন, গুণের পরিবর্তন হয় কিন্তু পরমাণু অপরিবর্তনেয়। তবু যে পরমাণুতে গুণ আরোপ করতে হল, এটি পরমাণুবাদেরই একটি আবশ্যকীয় পরিণতি। বিকর্ষণের মাধ্যমে সংবেদ্য স্থানে পৃথকীকৃত পরমাণুরা, অবশ্যম্ভাবীরূপে একে অন্য থেকে ভিন্ন এবং তারা ভিন্ন তাদের শুদ্ধ সত্তা থেকে। তাই তাদের গুণ থাকতেই হবে।

গুণ ধারণ করে পরমাণু এমন একটি অস্তিত্ব লাভ করে যা পরমাণুর-ধারণার বিরোধী। এটিকে একটি পরকীয় অস্তিত্ব বলে মনে হয়; যা তার স্বকীয় সত্তা থেকে ভিন্ন। মূলত এ দ্বন্দ্বটি এপিকুরসের আগ্রহের বিষয়। তাই যখনই তিনি পরমাণুতে একটি গুণ আরোপ করেন এবং পরমাণুর বস্তুগত প্রকৃতিতে এর ফলাফলের হিসাব করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এমন কতগুলি শর্ত আরোপ করেন যে, সেসব তাদের ক্ষেত্রটিতে আরোপিত গুণটিকে নষ্ট করে দেয় এবং পরমাণু ধারণাটিকে সিদ্ধ করে। এভাবে তিনি গুণগুলোকে এরকমভাবে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরস্পরের বিরোধিতা করে। বিপরীতে দেমক্রিতস কোথাও পরমাণু-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করে এর গুণসমূহকে বিবেচনা করেন না। তিনি ধারণা এবং অস্তিত্বের মধ্যকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে বাস্তবায়িতও করেন না। বরং তার সম্পূর্ণ আগ্রহ মূর্ত প্রকৃতির সাপেক্ষে গুণগুলিকে উপস্থাপন করা। মূর্ত প্রকৃতি থেকেই সেসবকে গঠন করতে হয়। তার বিবেচনায়, পরমাণুর গুণগুলি, পরমাণু গঠিত বিচিত্র প্রকৃতির অবয়ব ব্যাখ্যার জন্য তত্ত্বপ্রস্তাব মাত্র। এ থেকে বোঝা যায়, পরমাণু ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক।

দেমক্রিতসের মতে বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্যের কারণ পরমাণুসমূহের মধ্যে পার্থক্য। পরমাণুসমূহ তিনভাবে পরস্পর থেকে পৃথক : আকৃতি, সজ্জা এবং অবস্থান। যেমন অ থেকে ঘ এর ভিন্নতার কারণ তাদের আকৃতি। অঘ থেকে ঘঅ ভিন্ন, কারণ তারা ভিন্নভাবে সজ্জিত। ত থেকে ঘ ভিন্ন, কারণ তারা একই আকৃতির হলেও ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। এ বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট দেমক্রিতস পরমাণুর গুণকে বিবেচনা করেন প্রতিভাসের জগতের পার্থক্যের নিরিখে; পরমাণুর নিজের নিরিখে নয়। এজন্য দেমক্রিতস ওজনকে পরমাণুর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেন না। তার বিবেচনা, যেহেতু সব অবয়বযুক্ত বিষয়ের ওজন আছে, তাই পরমাণুর ওজন থাকবে, এটা ধরেই নেয়া হয়েছে। একইভাবে আকৃতিও তার কাছে কোনো মৌলিক গুণ নয়। এটি একটি আপতিক নির্ধারণ, পরমাণুর চেহারার সঙ্গে যা দিয়ে দেয়া হয়েছে। একমাত্র দৃশ্যমান রূপের বৈচিত্র্যই দেমক্রিতসকে আকৃষ্ট করে। পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি যে তিনটি দিক বেছে নিয়েছেন, আকৃতি সজ্জা ও অবস্থান, দৃশ্যমান বৈচিত্র্যের বেশিকিছু ধারণ করে না।

বিপরীতে এপিকুরসের বিবেচনায় আকার, আকৃতি ও ওজন হচ্ছে এমন সব পার্থক্যের বিষয়, যা পরমাণু নিজেই ধারণ করে। আকৃতি, অবস্থান এবং সজ্জা হচ্ছে এমন সব পার্থক্য, যা পরমাণু ধারণ করে শুধুমাত্র অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। যেখানে দেমক্রিতসের কাছে পরমাণুর বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রতিভাসের জগতকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু তত্ত্ব-প্রস্তাব (hypothesis) আকারে নির্ধারণ মাত্র; এপিকুরসের কাছে এসব পরমাণু-ধারণার ফলাফল। এপিকুরসের বক্তব্যটিকে বিস্তার করা যাক। এপিকুরস বলেন পরমাণুর আকার রয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বলেন, এই আকার যে কোনো আকার নয়, নির্দিষ্ট আকার। এভাবে তার প্রথম বক্তব্যটি খন্ডিত হয়। সীমা আরোপের মাধ্যমে তিনি বৃহৎ আকারকে বাদ দেন। পরমাণুর ক্ষুদ্রতম সীমা নির্ধারণেও তিনি দ্বন্দ্বকে প্রয়োগ করেন। যদি বলা হয় ক্ষুদ্রত্ব সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রত্ব, তবে তা হয়ে দাঁড়ায় একটি তত্ত্বীয় স্থানিক নির্ধারণ মাত্র। তিনি এটিকেও খন্ডন করেন, বলেন এ ক্ষুদ্রত্ব সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রত্ব নয়।

এপিকুরীয় পরমাণুর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আকৃতি। কিন্তু এ নির্ধারণটিও পরমাণু-ধারণার বিরোধী। তাই আকৃতির বিপরীত কিছুকেও ধরে নিতে হবে। বিমূর্ত-স্বাতন্ত্র্য, নিজের সঙ্গে নিজের বিমূর্ত ঐক্য, কাজেই তা আকৃতিবিহীন। আমরা দেখেছি, পরমাণুর আকারের একটি উর্দ্ধ ও একটি নিম্ন সীমা রয়েছে। আকারের এ সীমার মধ্যে সীমিত সংখ্যক আকৃতিই সম্ভব, অসীম সংখ্যক নয়। অবশ্য এক আকৃতি বিশিষ্ট অসীম সংখ্যক পরমাণু রয়েছে। তাই শুধুমাত্র আকৃতির মাধ্যমে সব পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এটি বরং নির্দিষ্ট এবং সীমিত সংখ্যক আকৃতি যার মাধ্যমে এক আকৃতির পরমাণুসমূহ অন্য আকৃতির পরমাণুসমূহ হতে পৃথক। এ থেকে এটি নিশ্চিত, যতগুলি পরমাণু রয়েছে তত ধরনের আকৃতি নেই। অথচ দেমক্রিতস পরমাণুর অসীম সংখ্যক আকৃতির কথা বলেছেন। যদি প্রতিটি পরমাণুর একটি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকতে হয়, তবে পরমাণুর আকারও হবে অসীম। কারণ তখন পরমাণুদের মধ্যে অসীম রকমের ভিন্নতা থাকতে হবে এবং পরমাণুসমূহ প্রতিটি থেকে প্রতিটি ভিন্ন হবে, লিবনিজ-এর মোনাড-এর মতো। অবশ্য তখন লিবনিজ এর 'কোনো দুটি বিষয়ই অবিকল এক নয়' বক্তব্যটি উল্টে যাবে। কারণ তখন অসীম পরমাণু সংখ্যক পরমাণু পাওয়া যাবে, যারা আকারে ভিন্ন হলেও একই আকৃতির। এটি আকৃতি নির্ধারণটিকে খন্ডণ করে দেয়। কারণ যদি দুটি আকৃতি একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন না হয়, তবে তা কার্যত আকৃতিই নয়।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এপিকুরস ওজনকে পরমাণুর তৃতীয় গুণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, বস্তু তার আকর্ষণের কেন্দ্রে আদর্শ স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করে। তাই এটি পরমাণুর একটি প্রধান নির্ধারণ। অতএব যখনই পরমাণুকে উপস্থাপনের দিগন্তে নিয়ে আসা হয়, তখন তাদের অবশ্যই ওজনও থাকতে হবে। কিন্তু ওজনও সরাসরি পরমাণু-ধারণার বিরোধী। কারণ, ওজন পদার্থের সেই স্বাতন্ত্র্য, যা একটি আদর্শবিন্দু হিসাবে পদার্থের বাইরে অবস্থান করে। কিন্তু পরমাণু নিজেই এই স্বাতন্ত্র্য। যেন এটি আকর্ষণের কেন্দ্র, যা একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই এপিকুরসের জন্য ওজন শুধুমাত্র 'ভিন্ন ওজন/পরকীয় ওজন' হিসাবে অস্তিত্ববান

এবং পরমাণু নিজেই নভোবস্তুদের মতো আকর্ষণের বাস্তব কেন্দ্র। যদি ধারণাটি মূর্তভাবে প্রয়োগ করতে হয় তবে বলতে হবে, বাস্তবে এমন কোনো কেন্দ্র নেই। যেমন পৃথিবীর এমন কোনো কেন্দ্র নেই, যার প্রতি সবকিছু আকর্ষিত হয়। (ব্যাপারটি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু সত্য।) যখন এক পরমাণুর সঙ্গে অন্য পরমাণুকে তুলনা করা হয়, তখনই কোনো পরমাণু ওজন ধারণ করে। অর্থাৎ তখনই পরমাণুকে পরকীয় (externalised) গুণে গুণান্বিত করতে হয়। এ থেকে এটা স্পষ্ট, যখন কোনো পরমাণুকে অন্য পরমাণুর সাপেক্ষে বিবেচনা না করে শূন্যতা সাপেক্ষে বিচেনা করা হয়, তখন এর ওজন থাকে না। এজন্য এপিকুরস শুধুমাত্র বিকর্ষণ এবং এর ফলে গঠিত সংযুক্ত বস্তুজগতের ক্ষেত্রেই ওজনকে প্রয়োগ করেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শুধুমাত্র পরমাণু গঠিত বস্তুর ওজন আছে; পরমাণুর ওজন নেই। পরমাণুর ওজন সম্বন্ধে এমন ধারণা থেকে এপিকুরস এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, শূন্যস্থানে ছোট বড় ভারী হালকা সব পরমাণুই সমান বেগে গতিশীল থাকে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিপরীত এ সত্যটি, যা মাত্র সতেরো শতকে গ্যালিলিও পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করেন; এপিকুরস শুধু যুক্তি প্রয়োগেই তা অনুমান করেছিলেন। এ বিষয়টিই গাসঁদিকে আশ্চর্য্যান্বিত করেছিল। (এটি আশ্চর্যজনক, এতো প্রাচীনকালে এপিকুরস কিভাবে ওজন ও গতি সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে সঠিক ধারণায় পৌছালেন। স্বচ্ছ দার্শনিক চিন্তা যে আমাদেরকে কতটা সক্ষম করে তোলে, এটি এর উদাহরণ।)

পরমাণুর গুণের বিবেচনা আমাদেরকে পরমাণুর বিচ্যুতির বিবেচনার মতো একই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। পরমাণু-ধারণার মধ্যে সারসত্তা এবং অস্তিত্ব এই যে দ্বন্দ্বটি বিদ্যমান, এপিকুরস এটিকে বিষয়ায়িত করেন। এভাবেই তিনি পরমাণু-বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন। বিপরীতে দেমক্রিতস-এ পরমাণুর মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি শুধু এর বস্তুগত দিকটি বজায় রাখেন এবং প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের জন্য তত্ত্বপ্রস্তাব রচনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায় : অভাজ্য মূলনীতি এবং অভাজ্য মূলপদার্থ
(নীতি হিসাবে এবং পদার্থ হিসাবে পরমাণু)

এপিকুরস, হেরোডোটাস-এর নিকট লিখিত পত্রে জানাচ্ছেন, শূন্যতা ছাড়া সবকিছুই অবয়ব। (এ হেরোডোটাস ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস নন, এপিকুরসের অন্যতম শিষ্য হেরোডোটাস।) অবয়বগুলোর মধ্যে কতকগুলি যৌগিক, আর কতকগুলি এসব যৌগিক গঠনের উপাদান। উপাদানগুলো অভাজ্য এবং অপরিবর্তণীয়। ফলত এসব প্রাথমিক উপাদান অভাজ্য অবয়ব। [লক্ষ্য করুন, এপিকুরস বিশ্বকে মূর্ত বস্তু, এসব বস্তু গঠনের উপাদান পরমাণু, এবং শূন্যস্থান– এ তিন রূপেই বর্ণনা করেছেন। এখানে বিমূর্ত 'পদার্থ'-র উল্লেখ নাই।]

অভাজ্য মূলনীতি এবং অভাজ্য মূলপদার্থ– এ দুইয়ের পার্থক্য নিয়ে আলোচনার আগে এপিকুরসের চিন্তা প্রণালীর বিশিষ্টতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একটি ধারণার বিভিন্ন নির্ধারণকে, বিভিন্ন স্বাধীন অস্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করতে তিনি পছন্দ করেন। যেমন তার মূলনীতি পরমাণু, তেমনি তার চিন্তার ধরনটাও পারমাণবিক। বিকাশের প্রতিটি মুহূর্ত তার চিন্তায় তৎক্ষণাৎ স্থির বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়। এই বাস্তবতা শূন্যস্থান দিয়ে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পৃথকীকৃত হয়ে যায়। এভাবে প্রতিটি নির্ধারণকেই একটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে হয়। দেমক্রিতসের নিকট পরমাণু অভাজ্য মৌলিক পদার্থ, একটি বস্তুগত অধঃস্তর। অভাজ্য মূলনীতি এবং অভাজ্য মূলপদার্থ– এ দুইয়ের পৃথকীকরণ এপিকুরসের অবদান। এর ফলাফলটি বিশ্লেষণ করা যাক।

যখনই কোনো পরমাণুতে গুণ যুক্ত করা হয় তখনই– অস্তিত্ব ও সারসত্তা, বস্তু ও আঙ্গিক– পরমাণু ধারণার অন্তর্গত এসব দ্বন্দ্বসমূহ গুণযুক্ত পরমাণুতে উদ্ভূত হয়। গুণান্বিত হয়ে পরমাণু এর ধারণা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে এর নির্মাণটি পূর্ণতা পায়। গুণযুক্ত পরমাণুদের বিকর্ষণ এবং সম্মিলন থেকে প্রতিভাসের জগৎ উদ্ভূত হয়। সারসত্তার জগৎ থেকে প্রতিভাসের জগতে রূপান্তরের সময়, পরমাণু-ধারণার অর্ন্তগত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ঘটে। ধারণাগতভাবে পরমাণুই প্রকৃতির পরম অপরিহার্য আঙ্গিক। এ পরম আঙ্গিক এখন পরম বস্তুতে অবনমিত হয়েছে, যা প্রতিভাসের জগতের আকারহীন অধঃস্তর।

এটি সত্য যে পরমাণু প্রকৃতির অধঃস্তর, যা থেকে সবকিছুই উদ্ভূত হয় এবং যাতে সব বিলীন হয়। কিন্তু প্রতিভাসের জগতের অবিরাম বিনাশ কোনো ফলাফলে পৌঁছে না। নতুন প্রতিভাস তৈরী হয়। কিন্তু পরমাণু সবসময়ই এর তলায় ভিত্তি হিসাবে রয়ে যায়। কাজেই যতক্ষণ পরমাণুকে বিশুদ্ধ ধারণা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এর অস্তিত্ব শূন্যস্থান, ধ্বংস প্রাপ্ত প্রকৃতি। যখনই তা বাস্তবতায় অগ্রসর হয়, তখনই তা বহুমাত্রিক সম্পর্কের জগতের বস্তুগত ভিত্তিতে ডুবে যায়। তার প্রতি উদাসীন এবং তার পরকীয়/বাইরের এক আকার ছাড়া তা কখনোই থাকতে পারে না। এটি একটি আবশ্যকীয় ফলাফল। কারণ পরমাণু বলতে ধরে নেয়া হয় পূর্ণ বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্যকে। এটি নিজেকে এই বহুমাত্রিকতার আদর্শ এবং পরিব্যপ্তকারী শক্তি হিসাবে বাস্তবায়িত করতে পারে না।

বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্য, সত্তা থেকে মুক্তি; সত্তার মাঝে মুক্তি নয়। এটি সত্তার আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারে না। এটি এমন একটি উপাদান যেখানে স্বাতন্ত্র্য তার বৈশিষ্ট্য হারায় এবং বস্তু হয়ে উঠে। এ কারণেই পরমাণু কখনো প্রতিভাসের দিবালোকে প্রবেশ করে না। কিংবা যখন তা করে তখন তা প্রতিভাসের বস্তুগত ভিত্তির তলে ডুবে যায়। এজন্য পরমাণু কেবল শূন্যতাতেই বিরাজ করতে পারে। লুক্রেৎসিউস যখন বলেন 'প্রকৃতির মৃত্যুই হচ্ছে এর অমর সারসত্তা', তখন সত্যি কথাই বলেন।

সত্যি হল, এপিকুরস পরমাণু ধারণার অন্তঃস্থিত দ্বন্দ্বটিকে চূড়ান্তরূপেই ধারণ করেন এবং বাস্তবায়ন করেন। এ কারণেই তিনি প্রতিভাসের ভিত্তি হিসাবে অভাজ্য মূলপদার্থরূপে পরমাণুর সঙ্গে, শূন্যে অস্তিত্ববান অভাজ্য নীতি হিসাবে পরমাণুর পার্থক্য করেন। বিপরীতে দেমক্রিতস দুটি মুহূর্তের মাত্র একটি মুহূর্তকেই বাস্তবায়িত করেন। এপিকুরসের সঙ্গে এটিই তার দার্শনিক পার্থক্য। এটিই সেই পার্থক্য যা সারসত্তার জগৎ এবং পরমাণু ও শূন্যতার জগতে এপিকুরস থেকে দেমক্রিতসকে পৃথক করে।

যেহেতু সগুণ পরমাণুই সম্পূর্ণ, এবং এই পরমাণু-ধারণা থেকে বিযুক্ত সম্পূর্ণ পরমাণু থেকেই প্রতিভাসের জগৎ উদ্ভূত হতে পারে, এজন্য এপিকুরস বলেন, একমাত্র সগুণ পরমাণুই অভাজ্য মূলপদার্থ হতে পারে; কিংবা অভাজ্য মূলপদার্থ গুণান্বিত। .....(চলবে)